দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 OCT 1992 ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশেও জট—

-রেজ্জানুর রহমান ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষার ফলাফল দেরীতে প্রকাশের ঘটনা নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার কথা। কার্যক্ষেত্রে তাহা মানিয়া চলা হইতেছে না। বিএসসি অনার্স (সনাতন) জগন্নাথ ও ইডেন মহিলা কলেজের দুইশত ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। নিয়ম অনুযায়ী এই পরীক্ষা ১৯৯

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

পরীক্ষার ফলাফল

(১ম পৃ: পর)

সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রায় দুই বছর পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১০ মাস পরও ফলাফল প্রকাশ হয় নাই। ফলে এই দুইশত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষার্থীরা প্রায় প্রতিদিন নিজ নিজ কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ধর্না দিয়াও কোন সদুত্তর পাইতেছে না।

জানা যায়, এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না হইলেও ২৬শে ডিসেম্বরের পরবর্তী ব্যাচের অনার্স পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত করা হইয়াছে। ফলে যাহারা ইতিপূর্বে পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সঠিক সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হইলে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী ব্যাচের সহিত পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, ভূগোল অনার্স (সনাতন) এই পরীক্ষার নম্বর পত্র প্রদানের জন্য ইতিপূর্বে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে চিঠি দেওয়া হইয়াছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ৭ দিনের সময় দিয়া একটি চূড়ান্ত অনুরোধ পত্র পাঠানো হয়। পত্রে লেখা ছিল '... পরবর্তী বৎসরের পরীক্ষা অত্যাসন্ন। কাজেই পত্র প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে নম্বর পত্র পাঠাইবেন।' উক্ত কর্মকর্তা জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পত্রটির কোন গুরুত্বই দেন নাই। ভূগোল মাষ্টার্স ফাইনাল, ইসলামের ইতিহাস প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটিয়াছে। ৮ মাসের ব্যবধানেও এই দুই বিষয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয় নাই। আর্ট ইনষ্টিটিউটের একটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিলম্ব ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ ১৫ মাসের ব্যবধানে এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়।

উল্লেখ্য, ৩ মাসের ব্যবধানে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নানাবিধ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। যেমন, দৈনিক ৬টি করিয়া খাতা দেখার হিসাব অনুযায়ী পরীক্ষককে খাতা প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট তারিখের পর খাতা জমা দেওয়ার প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ১০ টাকা হারে জরিমানা প্রদানের নিয়ম রহিয়াছে। জানা যায়, খাতা জমা দেওয়ার ব্যাপারে বিলম্বের ঘটনা একাধিক থাকিলেও জরিমানা প্রদানের তেমন কোন নজির নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পর সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে। তবে দুই/একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যে ঘটিতেছে না, তাহা নয়। তিনি বলেন, বিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে পরীক্ষক এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর প্রায়শ:ই পরস্পরকে দায়ী করে। আমাদের উচিৎ কাহাকেও দায়ী না করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। তিনি বলেন, সেশনজট নিরসনের জন্য সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাসের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত জরুরী।